# 273662 - Payoneer কার্ডরে মাধ্যমে লনেদনে করার হুকুম

প্রশ্ন

Payoneer কার্ডরে ব্যাপারে কোন ইসলামী ফতোয়ার ওয়বেসাইটে আমি কিছু শুনেছি যে, এই কার্ডরে মাধ্যমে লনেদনেকে হারাম বলা হয়ছে। কন্তিু আমি কোন এক ব্লগে এক ভাইয়রে একটা কথা পড়ছে। সম্মানতি সইে ভাইয়রে কথার সারাংশ হচ্ছ: Payoneer কার্ডরে মাধ্যমে লনেদনে করা থকেে সাবধান করা। কনেনা Payoneer ব্যাংকরে মালকি তার বাৎসরকি লাভরে বড় একটা অংশ দয়িে যায়োনষ্টি সনোবাহনিীকে অর্থায়ন কর। প্রকৃতপক্ষে আমি নজিরে ব্যাপারে আশংকতি হয়ে পড়ছে যে, কবেল এই কার্ডটি ব্যবহার করার মাধ্যমে আমি যায়োনস্টিদরে সাথে গুনাহর ভাগীদার হয়ে যাচ্ছি এবং আমার মুসলমি ভাইদরে উপর তারা যে সীমালঙ্ঘন করছে এর সহযোগী হয়ে যাচ্ছ। তাই আমি তাৎক্ষণকিভাবে কার্ডটি ছড়িে ফলেছে। এরপর আমি ওয়বেসাইট কর্তৃপক্ষকে মইেল করছে যাতে করে তারা আমার একাউন্টটি বন্ধ করে দয়ে। তারা কছিুদনি পর তা অনুমোদন করছে। বর্তমানে আমি নতুন একটি সমস্যা মোকাবলিা করছি যার সমাধান পাইনি। সটো হলো: আমি একটি কোম্পানরি পণ্য ইন্টারনটেরে মাধ্যমে বাজারজাত করি এবং প্রত্যকে বক্রিরি লনেদনেরে বপিরীতে কমশিন পাই। এই কোম্পানী থকেে আমার প্রাপ্য লাভ উত্তোলনরে পদ্ধতি হয়তো ব্যাংকংি চকেরে মাধ্যম। এটি কঠনি। কারণ একাউন্ট খোলার জন্য আমার আইডি কার্ডে আমার চাকুরী আছে উল্লখে থাকতে হব। আমার কোন চাকুরী নইে। আর সইে কোম্পানি থকেে আমার লাভ প্রাপ্তরি দ্বতিীয় পদ্ধতি হলো: কোন আমরেকিান ব্যাংকে আমার একাউন্ট থাকা। সটোও আমার নইে। কন্তিু Payoneer কার্ড আমাকে বনিামূল্যে আমরেকিান ব্যাংকে একাউন্ট করে দয়ে। এর মাধ্যমে আমি আমার প্রাপ্য লাভ কার্ডে ঢুকাতে পার। এরপর যে কোন এটএিম মশেনি থকেে উত্তোলন করতে পার। আমার প্রশ্ন হলো: যদি সইে ভাইয়রে কথা সঠকি হয়ে থাকে তাহলে আমি নরিুপায় হসিবেে আমার জন্য Payoneer কার্ড ব্যবহার করা কি জায়যে হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

কাফরেদরে সাথে বচোকনোর লনেদনে করা জায়যে; এমনকি তারা হারবী (যুদ্ধরত) কাফরে হলওে। কবেল যুদ্ধে সহযোগতিা করা হয় এমন কছিু ছাড়া; যমেন তাদরে কাছে অস্ত্র বক্রিি করা। সটো জায়যে নয়।

নববী (রহঃ) বলনে: “পক্ষান্তরে হারবীদরে কাছে অস্ত্র বক্রিি করা এটি ইজমার ভত্তিতিে হারাম।”[আল-মাজমু (৯/৪৩২)]

আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা গ্রন্থে (৭/১১২) এসছে:

“ফকিাহবদিদরে বক্তব্যগুলো হারবীদরে সাথে ব্যবসা করা জায়যে হওয়ার প্রমাণ নর্দিশে কর। তাই মুসলমি ব্যক্তি ও যম্মি ব্যক্তি ব্যবসায়কি নরিাপত্তা নয়িে দারুল হারব (যুদ্ধরত দশে) প্রবশে করতে পারনে এবং হারবী ব্যক্তি ব্যবসায়কি নরিাপত্তা নয়িে আমাদরে দশেে প্রবশে করতে পারনে এবং ইসলামী রাষ্ট্ররে সীমানা অতক্রিমকালে তার ব্যবসা থকেে ওশর (এক দশমাংশ) হার (ট্যাক্স) আদায় করা হব।

কন্তিু হারাবীদরেকে অস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র তরৈীতে লাগে এমন মালামাল সরবরাহ করা জায়যে নয়। অনুরূপভাবে তাদরেকে শরয়িতে নষিদ্ধি পণ্যরে ব্যবসার অনুমতি দয়ো যাব না; যমেন মদ, শূকর ও অন্যান্য নষিদ্ধি জনিসিপত্র। কনেনা শরয়িতে সগেুলো নষিদ্ধি ও অনষ্টিকর; সগেুলোকে দমন করা আবশ্যকীয়।

অনুমতি নয়িে মুসলমি দশেে প্রবশেকারী হারবী ব্যক্তরি ইসলামী রাষ্ট্র থকেে অস্ত্র কনোর অধকিার নইে। পূর্বোক্ত বষিয়গুলো বাদ দয়িে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে দয়ো জায়য।

তবে মালকেি মাযহাবরে আলমেগণরে একক অভমিত হচ্ছে আমাদরে দশে থকেে হারবী দশেে (যুদ্ধরত দশেে) পণ্য রপ্তানী করা ও সখোনে মুসলমানদরে ব্যবসা করা নষিদ্ধি; যদি ব্যবসায়ীদরে উপর তাদরে (যুদ্ধরতদরে) বধিানাবলী প্রযোজ্য হয়। কনেনা তাদরে দশেে কোন কছিু রপ্তানী করা হলে মুসলমানদরে বপিক্ষে তাদরেকে শক্তশিালী করা হয়। এবং যহেতেু মুসলমিরে জন্য শরিকরে দশেে অবস্থান করা নষিদ্ধি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: ‘আমি প্রত্যকে এমন মুসলমি থকেে মুক্ত যে মুশরকিদরে মাঝে অবস্থান কর’।

অনুরূপভাবে খাদ্যদ্রব্য ও অনুরূপ জনিসি রপ্তানী করাও জায়যে নয়। তবে শত্রুর সাথে যদি চুক্তি থাকে সটো ভন্নি কথা। চুক্তি না থাকলে জায়যে নয়।

আমাদরে দশেসমূহ থকেে রপ্তানী করা জায়যে হওয়ার পক্ষে দললিগুলোর মধ্যে রয়ছে:

ছুমামা বনি উছাল আল-হানাফীর হাদসি: তনিি ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কাবাসীকে বললনে যখন তারা তাকে বলল য, তুমি ধর্ম ত্যাগ করছে? তনিি বললনে: আল্লাহ্র শপথ! আমি ধর্ম ত্যাগ করনি। কন্তিু আল্লাহ্র শপথ! আমি ইসলাম গ্রহণ করছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি বশ্বিাস স্থাপন করছে ও তাঁর প্রতি ঈমান এনছে। সইে আল্লাহ্র শপথ যার হাতে রয়ছে ছুমামার প্রাণ! ইয়ামামা (মক্কার গ্রাম্য এলাকা) থকেে তোমাদরে কাছে একটি শস্যদানাও পৌঁছবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দনে। এই বলে তার এলাকায় চলে যান এবং মক্কার উদ্দশ্যে কোন কছিু বহন করা থকেে নষিধোজ্ঞা জারী করনে। যার কারণে কুরাইশরা সংকটে পড়ে যায়। এক পর্যায়ে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে আত্মীয়তার দোহাই দয়িে পত্র লখিে যাতে করে তনিি

তাদরে কাছে খাদ্য পাঠানোর জন্য ছুমামাকে পত্র লখিনে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করলনে।” এ হাদসি প্রমাণ করে য, শত্রুদরে কাছে খাদ্যদ্রব্য ও অনুরূপ জনিসি রপ্তানী করা জায়যে। এমনকি তাদরে সাথে যুদ্ধরে পরস্থিতি বদ্যিমান থাকা সত্ত্বওে।

অনুরূপভাবে দললিগুলোর মধ্যে রয়ছে: ইতপিূর্বে উল্লখেতি হাদসিগুলো; যগেুলো হারবীদরে জন্য সদকা করা ও তাদরে জন্য ওসয়িত করা (আবু সুফয়িানকে খজেুর হাদয়িা দয়োর ঘটনা, আসমা রাঃ তার মুশরকি মায়রে সাথে সম্পর্ক রাখার ঘটনা এবং মুসলমানরো অমুসলমি বন্দদিরেকে খাদ্য খাওয়ানোর ঘটনা) সংক্রান্ত।

আর অস্ত্র ও অস্ত্র শ্রণেীয় জনিসি রপ্তানী করা হারাম হওয়ার পক্ষে দললি হলো:

ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) এর হাদসি: রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফতিনার সময় অস্ত্র বক্রি করতে নষিধে করছেনে। ফতিনা হচ্ছ: গৃহ যুদ্ধ। আর মুসলমানদরে বরিুদ্ধে অমুসলমিদরে ফতিনা তো আরও অধকি জঘন্য। তাই তাদরে কাছে অস্ত্র বক্রি না-করা আরও অধকি যুক্তযিুক্ত।

হাসান বসরী বলনে: কোন মুসলমিরে জন্য মুসলমানদরে শত্রুদরে কাছে অস্ত্র ও ঘোড়া সরবরাহ করা কংিবা যা কছিু অস্ত্র ও ঘোড়ার কাজে লাগে সগেুলো সরবরাহ করা বধৈ নয়।

নশ্চিয় শত্রুদরে কাছে অস্ত্র বক্রি করার মধ্যে তাদরেকে মুসলমানদরে বরিুদ্ধে শক্তশিালী করা হয়, তাদরেকে যুদ্ধরে প্রতি উসকে দয়ো হয় এবং সে অস্ত্ররে মাধ্যমে যুদ্ধ চালয়িে যতেে সহযোগতিা করা হয়। ফলে সটেি নষিদ্ধি হওয়ার দাবী রাখে।”[সমাপ্ত]

এটাই হচ্ছে মূল বধিান তথা হারবীদরে (যুদ্ধরত কাফরেদরে) সাথে অস্ত্র ছাড়া অন্য ব্যবসায়কি লনেদনে করা জায়যে। তবে মুসলমানরো যদি মনে করে তাদরে সাথে লনেদনে কর্তন করা কল্যাণকর এবং আলমেগণ এর স্বীকৃতি দনে তাহলে সটো মানতে হবে।

দুই:

প্রপিইেড **Payoneer** কার্ডরে গ্রাহক নজিরে **Payoneer** একাউন্টরে সাথে লাভ প্রদানকারী যে কোম্পানীগুলোর সাথে তনিি লনেদনে করনে সগেুলোকে যুক্ত করার পর এই কার্ডে ইন্টারনটে থকেে অর্থ প্রবশে করে। এই কার্ডটি গ্রাহককে ইন্টারনটে থকেে আয়কৃত লাভরে অর্থ উত্তোলন করার সুযোগ করে দয়ে। এটি কোন ক্রডেটি (ঋণপ্রদানকারী) কার্ড নয়।

এই কার্ড দয়িে লনেদনে করতে কোন অসুবধিা নাই। দললি হলো: ইতপিূর্বে আমরা যা উল্লখে করছে যি, কাফরেদরে সাথে লনেদনে করার মূল বধিান বধৈতা; এমনকি তারা যদি হারবী কাফরে হয় তবুও।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।